০৮

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG 20 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন করা যাবে না

বেফাকুল মাদারিস আরাবিয়ার অধীনে কওমী সনদের স্বীকৃতির দাবীে
অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচীর ৬০ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও এ ব্যাপা
সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং বেফাকে
পাস কাটিয়ে কওমী সনদের স্বীকৃতি দানের নামে ষড়যন্ত্র চলছে বলে প্রকাশিত খবে
উল্লেখ করা হয়েছে। এই একই রকম পাস কাটানোর চক্রান্ত চলছে ফাযিল-কামিলে
মান প্রদানের ক্ষেত্রেও। এ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যাল
প্রতিষ্ঠা করে ফাযিল ও কামিলকে যথাক্রমে গ্রাজুয়েশন ও মাস্টার্স এর মান প্রদানে
দাবী দীর্ঘদিনের। দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ থেকে শুরু করে সক
পর্যায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষ এই দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলা
আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাযিল-কামিলের মান প্রদান একটি গুরুত্বপূ
জাতীয় দাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই দাবী পূরণের বিষয়টি নিয়ে
ষড়যন্ত্র চলছে। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে পাশ কাটি
দেশের মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত করে ফাযিল-কামিলের মা
দানের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জোট সরকারের শরিক একটি দল এ ব্যাপারে পা
ঘোলা করছে বলে প্রকাশিত খবরাখবরে জানা গেছে।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাযিল-কামিলের মান প্রদানে
গণদাবীর বিরুদ্ধে নানামুখী গভীর চক্রান্তের অভিযোগও বিভিন্ন সময়ে উচ্চারি
হয়েছে। একইভাবে কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দানের বিষয়টিও ষড়যন্ত্রে
শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এ চক্রান্ত সার্বিকভাবে মাদ্রাসা
ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। আর একারণেই এযাবত সরকারের প
থেকে বাস্তবোচিত ও কার্যকর কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। বলার অপেক্ষা রা
না, আন্দোলনকারীদের, কোন ক্ষুদ্র অংশ কিংবা নামমাত্র সংগঠনের কথিত নেতাদে
সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা শুধু অপচেষ্টা নয়, বর
ব্যর্থ চেষ্টাও বটে। কেননা এরকম কোন প্রচেষ্টায় সমস্যার কোন নিরসন করা যা
না। কেবল আন্দোলন থামানো কিংবা আন্দোলনকারীদের ধোঁকা দেয়ার জন্য কো
ঘোষণা দেয়া হলে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। নানা খোঁড়া যুক্তি দিয়ে জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল-কামিলের মান প্রদানের কথা বলা হচ্ছে। এ প্রসে
মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস খণ্ডন ও মান বন্টনের যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তা
ইসলামী বিষয়গুলোর ৬শ' নম্বরের পাঠ্য কমিয়ে ৪শ'তে নামিয়ে আনা হবে এবং
২শ' নম্বরের সাধারণ বিষয় সংযুক্ত করা হবে। এই সংস্কার ও নব রূপায়নের মাধ্যে
যেমন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষা থেকে সরিয়ে সাধারণ বিষয়ে প্রবে
করানো হবে, তেমনি মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, তাৎপর্য, বিশেষ
ও মর্যাদাও পুরোপুরি বিনষ্ট করা হবে। অচিরেই একপর্যায়ে দেখা যাবে, মাদ্রাস
শিক্ষা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে আর কোন তারতম্যই থাকছে না
এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কঠিন শর্তের কারণেও দেশের সকল মাদ্রাসাও জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যুক্ত হতে পারবে না। এরকম অবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা
মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং এক সময় মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশ থেকে চিরদিনের জ
বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার মর্যাদা প্রদানে
নামে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কৌশলে বিলুপ্ত করার যে কোন অপচেষ্টা এদেশের আলেম
ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষ যে কোন মূল্যে অবশ্যই ঠেকিয়ে দেবেন।

ফাযিল-কামিলের গ্রাজুয়েশন ও মাস্টার্সের মান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়
এ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রদানে
জাতীয় দাবী জোট সরকারের আমলে বাস্তবায়িত হবে, সঙ্গত কারণেই দেশবাসী
এই আশা করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভা
প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মেয়াদের শেষ বাজেটেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যাল
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় জাতীয় সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলী
সদস্যগণও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে গঠিত একাধিক কমিশনে
রিপোর্টেও ঢাকায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাযিল ও
কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের সমমান প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু
সরকার কেন এসব সুপারিশের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তা সরকারই
জানেন। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশে দীর্ঘকাল ধরে সংহত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত
এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার অব্যাহত যাত্রা মনেপ্রাণে
কামনা করেন। সর্বোপরি ঘুষ-দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার আজ সমাজে মানুষের যে
দুর্ভোগ সৃষ্টি করে চলেছে, তা থেকে উদ্ধারেরও সহজ উপায় মাদ্রাসা শিক্ষিত সৎ ও
নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তোলা। আর তাদেরকে প্রশাসন থেকে শুরু করে
সকল ক্ষেত্রে সম-সুযোগ দান বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই আজ অপরিহার্য। শতকরা ৯০
ভাগ মুসলমানের এই দেশে ইসলামী তথা নৈতিকতা, মানবতা ও মানব কল্যাণের
শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল করার ন্যূনতম কোন পদক্ষেপও কোন কল্যাণকামী সরকার গ্রহণ
করতে পারে না। এই বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে অবিলম্বে ইসলামী
আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাযিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের
সমমান দেয়ার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে কওমী মাদ্রাসার
সনদের স্বীকৃতিও বেফাকুল মাদারিস আরাবিয়ার অধীনেই [illegible]